অষ্টম অধ্যায়

স্বাধীনতার প্রশ্ন

(The Question of Freedom)

খ্রীস্টীয় মনুষ্য-তত্ত্বে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানুষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন। এই প্রশ্নকে ভিত্তি করে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত আলোচনা যত না আলো, তার থেকে বেশি উত্তাপ উৎপন্ন করেছে। কারণ এই আলোচনায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাদের সম্বন্ধে প্রত্যেকের ধারণা এক নয়। স্বাধীন *(Free)*, স্বাধীনতা *(Freedom, Liberty, volitian)* এবং ইচ্ছা *(will)* প্রভৃতি শব্দের অর্থ বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন; তাই এই আলোচনায় উত্তাপ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

একটি উদাহরণের দ্বারা আমরা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি। এর জন্য আমরা একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করি, প্রশ্নটি হল: *পাপে পতিত মানুষ কি বর্তমানে "স্বাধীন ইচ্ছার" অধিকারী?* আমরা কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেব?

এই প্রশ্নের প্রধান দুটি শব্দই সমস্যামূলক (স্বাধীন এবং ইচ্ছা) "ইচ্ছা" শব্দটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়, এবং এই শব্দ আমাদের ভুল পথে পরিচালিতও করতে পারে। এই শব্দ থেকে যে বিষয়টি আমরা সাধারণভাবে উপলব্ধি করি তা হল, মানুষের মধ্যে "ইচ্ছা" নামে একটি পৃথক ধরনের বিভাগ *(Faculty)* বর্তমান, যার কাজ হল বিভিন্ন বিষয় "পছন্দ করা" *(choice)* বা সিদ্ধান্ত নেওয়া *(decision)*। তাই কিছু কিছু মানুষকে "কঠিন ইচ্ছা শক্তির"*(strong will)* অধিকারী বলে মনে করা হয়, কিন্তু অন্যদের "দুর্বল ইচ্ছাশক্তির" *(weak will)* অধিকারী বলা হয়। যখন কেউ ইচ্ছা স্বাধীন কি-না, তা জানতে চায়, তখন সে তার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ইচ্ছাকে পৃথক এজেন্ট হিসাবে চিন্তা করে, যা স্বাধীনভাবে কাজ করতেও পারে বা না-ও করতে পারে। কিন্তু একথা কখনও ঠিক নয়। কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে 'ইচ্ছা' কোনও পৃথক এজেন্ট নয়, পরিবর্তে "ইচ্ছা" হল মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার দ্বারা সাধিত কাজ; এখানে সম্পূর্ণ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়। তাই, আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন কি-না প্রশ্ন করার পরিবর্তে, যে প্রশ্ন আমাদের করতে হবে, তা হল, যখন আমরা কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন কি আমরা স্বাধীনভাবে তা করি? "স্বাধীন" শব্দটিও বিভ্রান্তিকর; কারণ এর অর্থও অনেক হতে পারে। উপরের প্রশ্নে প্রশ্নকর্তা তার প্রশ্নের দ্বারা এমন কথা বলতে পারে : পাপে পতিত মানুষ কি এখনও একাধিক পছন্দের মধ্যে একটির বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে? আবার এই প্রশ্নের এমন অর্থও হতে পারে : ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়াই কি পতিত মানুষ বর্তমানে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ-সন্তুষ্টকারী জীবনযাপন করতে পারে? "স্বাধীন" শব্দের এই দুই অর্থে প্রয়োগ একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই, এই সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করার আগে তাদের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই, এই সমস্ত দ্বন্দ্ব এড়াতে "ইচ্ছার স্বাধীনতা" *(freedom of the will)* শব্দের পরিবর্তে "পছন্দ" বা "প্রকৃত স্বাধীনতা" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার ভালো।

"পছন্দ" শব্দের দ্বারা ***বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে থেকে একটি বা কয়েকটি বিষয় বেছে নেবার সক্ষমতাকে নির্দেশ করা হয়*** — এই সক্ষমতা অবশ্যই দায়িত্বকে অস্বীকার করে না। এই সমস্ত পছন্দ বা সিদ্ধান্ত ভালো বা মন্দ হতে পারে কিংবা ঈশ্বরের গৌরবকারী বা ঈশ্বরের গৌরব-হরণকারীও হতে পারে। আবার, **"প্রকৃত স্বাধীনতার"** দ্বারা আমরা বুঝি, ***পবিত্র আত্মার সাহায্যে মানুষের সক্ষমতা, তা এমন চিন্তা, কথা এবং কাজ যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এবং ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছার সঙ্গে সুসমন্বয় বজায় রাখে***। এই দুই অর্থকে আমাদের সর্বদা মাথায় রাখতে হবে।

পছন্দ করার (বেছে নেবার) ক্ষমতা

এর আগে আমরা দেখেছি যে সুস্থ-সবল, সাধারণ মানুষের প্রকৃতি থেকে "পছন্দ" করার "ক্ষমতাকে" সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মানুষকে **"সৃষ্ট-ব্যক্তি"** হিসাবে বর্ণনার দ্বারা আমরা মানুষের মধ্যে পছন্দ

করার ক্ষমতার পূর্ব-ধারণাকে মেনে নিয়েছি। আমরা আরও দেখেছি যে, মানুষের মধ্যে পছন্দ করার এই ক্ষমতা "ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির" গঠনগত অর্থের একটি দিক। এমন খ্রীস্টীয় ঈশতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এইভাবে মানুষের মধ্যে পছন্দ করার ক্ষমতার উপস্থিতিকে স্বীকার করা এবং আরও স্বীকার করা যে এমনকী পতনের পরও এই ক্ষমতার ক্রমশ অস্তিত্ব বর্তমান। বাইবেল সর্বদা মানুষকে এমন ব্যক্তি হিসাবে মর্যাদা দেয়, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এবং সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের জন্য সে দায়িত্বশীল। ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন না, যেন সে একটি "লাঠি" বা "পাথর" তিনি মানুষকে ব্যক্তির মর্যাদা দিয়ে তার সঙ্গে ব্যবহার করেন; তাই ঈশ্বরের প্রতি মানুষ উত্তর দিতে বাধ্য এবং সে তার উত্তরের জন্য দায়িত্বশীল।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কোনও একটি বা দুটিকে পছন্দ করার যে ক্ষমতা মানুষের মধ্যে বর্তমান, তা মানুষকে পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্ট বিষয় থেকে পৃথক করেছে: পাহাড়, উদ্ভিদ এবং পশু। কিছু কিছু পশুর মধ্যে অবশ্য এই পছন্দ করার ক্ষমতা আছে বলে মনে হয়। কিন্তু তা আসলে তাদের পছন্দ করার ক্ষমতা নয়; পরিবর্তে, তা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি *(instinct)*। উদাহরণ: ডিম ছাড়ার জন্য মাছের একটি বিশেষ স্রোতকে বেছে নেওয়া; অথবা মানুষের দ্বারা প্রশিক্ষণের ফল (উদাহরণ: পুরষ্কার ও তিরষ্কারের দ্বারা একটি কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়)। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয় — মানুষের মধ্যে পছন্দ করার ক্ষমতা বর্তমান এবং এটি হল তার মধ্যে ঈশ্বরের একটি সাদৃশ্যের প্রকাশ। *C. S. Lewis* তার লেখা *''The Great Divorce''* নামক পুস্তকে এই বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ঐ লেখায় *C. S. Lewis* কল্পনার শিক্ষকের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। সেখানে তিনি তার শিক্ষক বলেছেন —

> সময় হল সেই বিশেষ লেন্স, যার মাধ্যমে তুমি দেখ — যখন টেলিস্কোপের ভুল প্রান্ত থেকে কেউ তাকায়, তখন অনেক ছোটো এবং পরিস্কার দেখায়। কিন্তু তা এত বড়ো হতে পারত যে, তুমি তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পারতে না। এই বিষয়টিই হল স্বাধীনতা *(freedom)* (এখানে, এই শব্দের অর্থ পছন্দ করার ক্ষমতা)। এ হল এমন উপহার, যার দ্বারা তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সাদৃশ্যের অধিকারী।

এখন একথা বলা প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না যে, পছন্দ করার এই ক্ষমতা মানুষের একটা অন্যতম প্রধান ক্ষমতা। এ হল মানুষের অস্তিত্বের গোড়ার কথা। একে বাদ দিলে, সেখানে কোনও প্রকার দায়িত্বশীলতা, নির্ভরশীলতা বা পরিকল্পনা থাকতে পারে না। একে ছাড়া, কোনও শিক্ষা, ধর্ম বা আরাধনা হতে পারে না। একে বাদ দিয়ে, কোনও শিল্প, কলা, বিজ্ঞান বা সংস্কৃতিও হতে পারে না। মানুষের এই পছন্দ করার ক্ষমতাকে সমস্ত মানুষের জীবনে *sine qua non* বলতে পারি অন্য কিছু অর্জন করার আগে যা আপনার অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য *(Something that is essential before you can achieve something else)*।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সমসাময়িক কিছু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মানুষের এই পছন্দ করার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। *B.F. Skinner* তার *"Beyond Freedom and Dignity"* এবং *"About Behaviuorism"* নামক পুস্তকে পরিবেশগত **নিয়তিবাদ** বা **নিমিত্তবাদের** *(Environmental Determinism)* কথা বলেছেন। এই দার্শনিক মতবাদ শিক্ষা দেয় যে, সব ঘটনাই মানুষের ইচ্ছা বহির্ভূত কোনও-না-কোনও নিমিত্ত থেকে উদ্ভূত। তিনি দাবি করেছেন যে, মানুষের সমস্ত আচার-আচরণ তার জন্ম বা সৃষ্টি *(Genetic)* এবং পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা *(Environment)* দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই, মানুষের সমস্ত "পছন্দ" পূর্ববর্তী প্রাকৃতিক কারণের দ্বারা নির্ধারিত। তাই *Skinner-* এর মতে মানুষকে নিজের "ইচ্ছানুসারে" কাজ করতে "স্বাধীন" জীব হিসাবে চিন্তা করা হল একটি "পৌরাণিক কাহিনী"। অর্থাৎ, মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ তার পরিবেশের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত। এর অর্থ, মানুষ যখন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সেই সিদ্ধান্তের জন্য তার কোনও দায়িত্ব নেই — অর্থাৎ, মানুষের নেই কোনও দায়িত্ব, নেই কোনও মর্যাদা।

কিন্তু, *Skinner* এর মতকে গ্রহণের ফল খুবই মারাত্মক। কারণ, এই মতকে গ্রহণ করলে আমরা একজন অপরাধীকে *(criminal)* তার কাজের জন্য দোষ দিতে পারব না, সমাজ তাকে আদর করতে বাধ্য হবে এবং তার সেই কাজের জন্য অজুহাত খুঁজতে হবে, তার শাস্তি লাঘব করতে হবে। এর দ্বারা সমাজে অপরাধের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে, তা সহজেই বোঝা যায়।

আবার, এই মতকে মেনে নেবার দ্বারা আমরা "স্বাধীন সমাজ" গড়তে ব্যর্থ হব। যদি আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হই, আমরা কখনও তাৎপর্যপূর্ণ পছন্দ সাধন করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, সমভোগবাদ বা মার্কস্‌বাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের বহির্ভূত বিভিন্ন কাঠামো *(structure)* এবং শক্তির *(force)* কারণেই মানুষ হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব। অতএব, একজন ব্যক্তি, যে নিজে কোনও বঞ্চ না বা মন্দতা ভোগ করে, সে তার জন্য দায়ী নয়; কিন্তু সমাজই দায়ী। তাই, সেই পরিস্থিতি পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হল — সমাজের পরিবর্তন করতে হবে। তাই, পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে মার্কস্‌বাদ

সমাদৃত, সেই সমস্ত দেশে দলগত বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়; রাজ্য বা দেশের কথা ভেবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখতে বাধ্য। এর ফলস্বরূপ, এমন একটি সমাজ গড়ে ওঠে, যেখানে সেই সমাজের মানুষরা তাদের সাধারণ "স্বাধীনতা" থেকে বঞ্চি ত হয় — মত-প্রকাশের স্বাধীনতা (সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতাও), সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই সমস্ত বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশে খ্রীস্টীয় মণ্ড লীকে ধ্বংস করার বিভিন্ন পদ্ধ তিগত অক্রমণ চালানো হয়েছে; যেহেতু প্রকৃত মণ্ড লী, দেশ বা রাজ্যের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে রাজি নয়। এই সমস্ত দেশে, দেশ বা রাজ্যই হল সব — মানুষের ব্যক্তিগত কোনও মূল্য নেই।

অবশ্য, এইভাবে মানুষের "স্বাধীনতাকে" কেবল কমিউনিস্ট দেশেই অস্বীকার করা হয় না। কিছু কিছু পুঁজিবাদী *(capitalistic)* দেশেও বর্তমান, যেখানে একনায়কতন্ত্র *(dictatorship)* শাসন করে, সেখানে মানুষের কোনও রাজনৈতিক পছন্দ নেই, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা নেই, সেখানে ভিন্ন মত-প্রকাশকারীদের কারাগারে পাঠানো হয় বা হত্যা করা হয়। এমন মার্কস্‌বাদী বা ফ্যাশিস্ট *(Marxist or Fascist)* শাসনে কিছু মানুষদের দ্বারা অন্য সমস্ত মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত হয় — রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র-পরিষদ, একনায়ক বা তার উপদেষ্টাদের দ্বারা। সাধারণ মানুষের কোনও পছন্দ নেই, তারা তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য।

কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে খ্রীস্টীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। যখন আমরা মানুষের মধ্যে পছন্দ শক্তিকে স্বীকার করি এবং সেই শক্তি-ক্ষমতাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করাকে স্বীকার করি (ঈশ্বরের অধ্যাদেশের সীমার মধ্যে), তখনই আমরা "স্বাধীন সমাজ" গঠন করতে সক্ষম। কিন্তু যদি আমরা এই "পছন্দ করার ক্ষমতাকে" অস্বীকার করি, যেমন *Communist* বা *Fascist* দেশে করা হয়েছে, তাহলে আমরা মানুষ সম্বন্ধে বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে অস্বীকার করব। আমরা আমাদের পরিবারে, মণ্ড লীতে ও বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করব।

প্রকৃত স্বাধীনতার উৎপত্তি

এবারে আমরা স্বাধীনতার উন্নতমানের ধারণা সম্বন্ধে শিখব। স্বাধীনতার উন্নতমানের উপলব্ধি হল প্রকৃত স্বাধীনতা, যার অর্থ ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, এমন কাজ করার ক্ষমতা। মানুষের সৃষ্টির সময় তাদের **পছন্দ করার ক্ষমতা** এবং **প্রকৃত স্বাধীনতা** উভয়ই ছিল। আমরা, আগস্টিনের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করতে পারি: তারা তখন পাপ না করতে সক্ষম ছিল *(able not to sin)*। তারা তাদের নৈতিক সততা *(moral integrity)* রক্ষা করতে পারত, এবং সর্পের প্রলোভনের উপর জয়লাভ করতে পারত (যদিও সেই প্রলোভনকে প্রতিরোধ করতে ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল)।

অর্থাৎ আদিতে মানুষ নিরপেক্ষ *(neutral)* অস্তিত্ব ছিল না। নিরপেক্ষতার অর্থ ভালোও নয়-মন্দও নয়। কিন্তু আদিতে মানুষ ছিল এমন উত্তম অস্তিত্ব, যে ঈশ্বরের সাহায্যে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আনন্দ-দানকারী জীবনযাপনের ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ "সত্য বা বিশুদ্ধ অবস্থায়" *(state of integrity)* মানুষের প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল। কেবল **পছন্দ** করার ক্ষমতা নয়, কিন্তু **সঠিক পছন্দ** করার ক্ষমতারও তারা অধিকারী ছিল। তাই, এই সময় মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল; যদিও তা তখনও নিখুঁত স্বাধীনতা ছিল না। কারণ তখনও পাপে পতিত হবার সম্ভাবনা ছিল — এবং বাস্তবে, তা-ই ঘটেছিল। আমাদের প্রথম পিতা-মাতার প্রয়োজন ছিল আরও উন্নত অবস্থায় উন্নীত হবার, যেখানে তাদের নিষ্পাপতা হারাবার কোনও সম্ভাবনা থাকত না। কিন্তু পরিবর্তে, তারা নিম্নানে পতিত হয়েছিল, যে অবস্থায় হল পাপ ও পতনের।

প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়ে গেছে

মানুষ তার সৃষ্টিতে প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, কিন্তু পাপে পতনের ফলে মানুষ যদিও পছন্দ করার ক্ষমতাকে হারায়নি (যা তার প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িত) — কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা — যার অর্থ ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতার জীবনযাপনের ক্ষমতা মানুষ এই প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়েছে।

এর আগে আমরা দেখেছি, পেলাগিয়ূস এই শিক্ষাকে অস্বীকার করেছিল। তার চিন্তায়, আদম এবং হবা নিরপেক্ষ অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল, যার অর্থ তারা ছিল না ভালো-না মন্দ। পেলাগিয়ূস আরও বলেছিল যে, আজকের দিনে প্রতিটি মানুষও তাদের মতো নিরপেক্ষ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। পাপে পতনের পূর্বে যেমন তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল — আজকের দিনেও আমরা সেই, প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী। পাপে পতনের পূর্বে যেমন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারত, আজ আমরাও একইভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি। আজকের দিনে আমরা যে ভুল করি তার একমাত্র কারণ হল (পেলাগিয়ূসের চিন্তায়), আমরা

চারিপাশের মন্দ উদাহরণের দ্বারা পরিবৃত্ত।

কিন্তু পেলাগিয়ূসের সমসাময়িক আগষ্টিন, পেলাগিয়ুসের এই শিক্ষার বিরুদ্ধে জোরের সঙ্গে মত প্রকাশ করে বিভিন্ন বই লেখেন। আগষ্টিনের শিক্ষানুসারে, মানুষ উত্তম অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছিল, তারা "পাপ না-ও করতে পারত" তাই শুরুতে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তারা যখন পাপে পতিত হয়, যদিও তারা তাদের পছন্দ করার ক্ষমতাকে হারায় না, কিন্তু নিষ্পাপতায় ঈশ্বরের সেবা করার ক্ষমতা তারা হারায় — অন্য কথায়, তারা তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা হারায়। ফলস্বরূপ, মানুষ পাপের দাসে পরিণত হয়; এবং সে এমন অবস্থায় প্রবেশ করে থাকে তাকে এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে — "পাপ না করতে অক্ষম" *(not able not to sin)*।

স্বাধীন-ইচ্ছার (সঠিক কাজ করার ক্ষমতা — যদিও তার মধ্যে অবাধ্যতার সম্ভাবনা ছিল) মন্দ ব্যবহারের দ্বারা মানুষ একাধারে এই স্বাধীন--ইচ্ছা ও নিজেকে ধবংস করে। কারণ, যে মানুষ নিজেকে ধবংস করে, সে নিজেকে ধবংস করার সময় অবশ্যই জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। তাই, মানুষ যখন তার নিজের স্বাধীন-ইচ্ছার দ্বারা পাপ করেছিল, পাপ তার উপর জয়লাভ করায় তার ইচ্ছার স্বাধীনতা সে হারায়। "কেননা যে যাহার দ্বারা পরাভূত, সে তাহার দাসত্বে আনীত" (২পিতর ২:১৯)।

বাইবেল আমাদের পরিস্কার শিক্ষা দেয় যে, পাপে পতিত মানুষ তার প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়েছে। এর আগে আমরা দেখেছি যে, আজকের দিনে পাপে পতিত মানুষ তার নিজের শক্তিতে (১) ঈশ্বরের অনুমোদন পাবার জীবনযাপন করতে পারে না এবং (২) তার পাপপূর্ণ আত্ম--প্রেমকে, ঈশ্বর-প্রেমে রূপান্তরিত করতে পারে না। বাইবেলের বিভিন্ন পদ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যোহন ৮: ৩৪ অনুসারে, যীশু কিন্তু ইহুদিদের উদ্দেশে এমন কথা বলেছেন, "আমি সত্য সত্য তোমাদের বলছি, যে কেউ পাপাচরণ করে সে পাপের দাস।" এখানে "দাস" শব্দের জন্য গ্রিক বাইবেলে *"doulos"* শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে -- যার অর্থ, "দাসত্বে আবদ্ধ হওয়া" *(to be enslaved)* বেশিরভাগ নতুন ইংরাজী অনুবাদে, এই শব্দের জন্য "ক্রীতদাস" *(slave)* শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই, যীশু এখানে যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, যে ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে পাপ করে, সে পাপের দাস। পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ আছে কি যে অভ্যাসগতভাবে পাপ করে না?

রোমীয় ৬ অধ্যায়ে খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের উদ্দেশে লিখতে গিয়ে পৌল এমন কথা লিখেছেন, তাদের মন-পরিবর্তনের পূর্বে তারা পাপের ক্রীতদাস ছিল — "আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁর সঙ্গে ক্রুশারোপিত হয়েছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাতে আমরা আর পাপের দাস (ক্রীতদাস) না থাকি" (রোমীয় ৬:৬); "তোমরা পাপের দাস (ক্রীতদাস) ছিলে বটে" (১৭ পদ) ; "তোমরা যেমন পূর্বে অধর্মের নিমিত্তে আপন-আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অশুচিতার ও অধর্মের কাছে দাস (ক্রীতদাস) ছিলে" (২০ পদ)।

অবশ্য পাপে পতনের পর মানুষ যদিও প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়েছে, কিন্তু পছন্দ করার ক্ষমতা হারায়নি। এখন তারা ইচ্ছা সহকারে পাপ করে, পাপ করাকে তারা পছন্দ করে, কিন্তু ভুল বিষয়ই তারা পছন্দ করে। তারা এখন পাপের দাসত্বে বন্ধন আবদ্ধ।

লুথার এবং ক্যালভিন্ উভয়েই জোর দিয়েছেন যে, পাপে পতিত মানুষ এখন পাপের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ; তাই সে এখন প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়েছে। *Erasmus*-এর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে লুথার *"the Bondage of the Will"* (ইচ্ছাশক্তির দাসত্ব বন্ধন) নামক বই লেখেন। এই বইয়ে লুথার এই শিক্ষা দেন যে, পাপে পতিত মানুষ ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে ইচ্ছা করতে পারে না, এবং তাদের পরিত্রাণের পরিচালিত করার প্রক্রিয়ায় কোনও ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে না। লুথারের ন্যায় ক্যালভিনও তার টীকাপুস্তকে ও নীতিশাস্ত্রে এই কথা বলেছেন যে, পাপে পতিত মানুষ পাপের ক্রীতদাস। ক্যালভিনের চিন্তায়, "মানুষের প্রকৃতি থেকে যেহেতু ইচ্ছাকে পৃথক করা সম্ভব নয়, সেইহেতু পাপে পতনের দ্বারা সেই ইচ্ছা যদিও ধবংসপ্রাপ্ত হয়নি, কিন্তু তা মন্দ বাসনার সঙ্গে এতখানি যুক্ত হয় যে, উত্তম বা ন্যায়ের জন্য তা সংগ্রাম করতে অক্ষম হয়। আবার, লুথার এবং ক্যালভিন, উভয়েই "স্বাধীন-ইচ্ছা" বা "ইচ্ছার স্বাধীনতার মতো কথা পাপে পতিত মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

লুথার বলেছেন, "আমি ইচ্ছা করি, "স্বাধীন-ইচ্ছার" মতো কথা আবিষ্কৃত না হলেই ভালো ছিল। শাস্ত্রে এই কথা কোথাও নেই, এবং এর পরিবর্তে "আত্ম-ইচ্ছা বা "স্ব-ইচ্ছা" *(Self Will)* কথার ব্যবহার ভালো ছিল। স্বাধীন-ইচ্ছা হল ঈশ্বর-সংক্রান্ত যা মহৎ ঈশ্বর ছাড়া আর করাও প্রতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ কেবল তিনিই "যা ইচ্ছা করেন, তা স্বর্গে ও পৃথিবীতে সাধন করেন" (গীত ২৫:৬)।

. . . তাই ঈশতত্ত্ববিদ্‌দের উচিত, মানুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় সর্বদা এই কথার ব্যবহার থেকে দূরে থাকা; এবং কেবল ঈশ্বরের প্রতি এই কথা ব্যবহার করে।

ক্যালভিন্‌ও একই ধরনের কথা বলেছেন: "মানুষ যে অর্থে স্বাধীন-ইচ্ছার অধিকারী তা এমন নয় যে, সে ভালো বা মন্দকে স্বাধীনভাবে পছন্দ করতে একই প্রকার ক্ষমতার অধিকারী; কিন্তু এই অর্থে সে স্বাধীন-ইচ্ছার অধিকারী যে, সে কোনও দুর্বার শক্তি বা চাপের জন্য যে মন্দ সাধন করে, তা নয় — কিন্তু সে স্বেচ্ছায় মন্দ কাজ করে।

প্রকৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার

পাপে পতনের দ্বারা মানুষ যে প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়েছিল, পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার দ্বারা তার পুনরুদ্ধার ঘটেছে। পবিত্র আত্মা যখন কোনো মানুষকে নতুন জন্ম দেয় তখন তিনি তাতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির নতুনীকরণ করেন, এবং তার মধ্যে পরিশুদ্ধির (*sanctification*) কাজ শুরু করেন, যাতে সেই মানুষ অনুতাপ ও বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রতি ফিরতে সক্ষম হয় এবং ঈশ্বরকে আনন্দ দান করে, এমন কাজ করতে সক্ষম হয়। আগস্টিনের ভাষায়, নতুন জন্ম লাভকারী হল এমন একজন যে "পাপ না করতে সক্ষম হয়" *(being able not to Sin)*। অর্থাৎ, পরিত্রাণের অর্থ, "ইচ্ছার দাসত্ব-বন্ধন" থেকে উদ্ধার: তাই যে নতুন জন্ম পেয়েছে, সে আর পাপের ক্রীতদাস নয়। "প্রকৃত স্বাধীনতা," যার অর্থ "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে স্বাধীনতা" পুনরুদ্ধারের বিষয় বাইবেলে অনেক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। "যে পাপাচরণ করে, সে পাপের দাস" (যোহন ৪: ৩৪) — এই কথা ইহুদিদের উদ্দেশে বলার পর যীশু এমন কথা বলেছেন, "আর দাস বাটিতে চিরকাল থাকে না; পুত্র চিরকাল থাকেন। অতএব, পুত্র যদি তোমাদের স্বাধীন করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হবে"(যোহন ৮: ৩৫-৩৬)। এখানে, যীশু যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তা হল, পাপের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা কেবল খ্রীস্টের মাধ্যমে আমরা এই স্বাধীনতা লাভ করতে পারি।

পৌলও এ বিষয়ে বারংবার উল্লেখ করেছেন। গালাতীয় ৫:১ পদে পৌল বলেছেন, "স্বাধীনতার নিমিত্তই খ্রীস্ট তোমাদের স্বাধীন করেছেন; অতএব তোমরা স্থির থাক, এবং দাসত্ব-যোঁয়ালিতে আর বদ্ধ হইও না। গালাতীয় পত্রের প্রেক্ষাপটে এই স্বাধীনতার অর্থ, পরিত্রাণ অর্জনার্থে ঈশ্বরের বিধান পালনের প্রয়োজনীয়তা থেকে কেবল মুক্তি নয়: কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা জীবনযাপনের স্বাধীনতাও — যে জীবনযাপনে মাংসের ইচ্ছাকে (গালাতীয় ৫:১৬) চরিতার্থকরণ বন্ধ হয়। পৌল আবার প্রকৃত স্বাধীনতাকে পবিত্র আত্মার কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, প্রভুই সেই আত্মা, এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা" (২করিন্থীয় ৩:১৭)। পৌল আরও লিখেছেন যে, এই স্বাধীনতার অর্থ খ্রীস্টের সাদৃশ্যে প্রগতিশীল পরিবর্তন: আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করতে করতে তেজ থেকে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু থেকে, আত্মা থেকে হয়ে থাকে, তেমনই সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হচ্ছি" (২করি ৩:১৮)।

প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে পৌল রোমীয় ৬ অধ্যায়ে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন, রোমীয় ৩-৫ অধ্যায়ে পৌল ধার্মিকীকরণের আশীর্বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যে — আমরা আমাদের পাপের অপরাধ থেকে বেকসুর খালাস পেয়েছি এবং খ্রীস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে নিখুঁত ধার্মিকতা পরিধান করেছি। ৬ অধ্যায়ে, অবশ্য পৌল পরিশুদ্ধি *(sanctification)* সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছেন — এ হল ঈশ্বরের এমন কাজ, যার দ্বারা তিনি প্রগতিশীলভাবে পাপের দূষণ থেকে তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করেন এবং তাঁর প্রশংসার্থে তাদের জীবনযাপন করতে সক্ষম করেন। এই উদ্ধার ও সক্ষমতা অবশ্য, কেবল খ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্তিতে সাধিত হয় — অর্থাৎ খ্রীস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে সংযুক্তিতে। অন্য কথায় বলা যায় যে, ৩-৫ অধ্যায়ে পৌল আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, খ্রীস্ট আমাদের জন্য মরেছেন এবং আমাদের জন্য উত্থাপিত হয়েছেন; কিন্তু ৬-৮ অধ্যায়ে, পৌল আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যারা খ্রীস্টের প্রজা, তারা খ্রীস্টের সঙ্গে মরেছি ও উত্থাপিত হয়েছি।

৬ অধ্যায়ে পৌল বলেছেন যে তাঁর (খ্রীস্টের) মৃত্যু ও পুনরুত্থানে খ্রীস্টের সঙ্গে একীভূত হওয়ার অর্থ, "খ্রীস্ট যেমন পিতার গৌরবের মাধ্যমে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছিলেন, আমরাও তেমনই নতুন জীবনযাপন করতে পারি" (৪ পদ)। এখন আমরা যে নতুন জীবনযাপন করি তা হল, পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার। তাই পৌল আরও লিখেছেন যে, আমরা যারা এখন খ্রীস্টে আছি, তারা "আর পাপের দাস নই" (৬ পদ); পাপ তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে না; কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নও, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন (১৪ পদ)। ১৮ এবং ২২ পদেও পৌল একই কথা বলেছেন, "পাপ থেকে স্বাধীনীকৃত হয়ে, তোমরা ধার্মিকতার দাস হয়েছ (১৮ পদ); "কিন্তু এখন পাপ থেকে স্বাধীনীকৃত হয়ে, এবং ঈশ্বরের দাস হয়ে . . . " (২২ পদ)। অর্থাৎ পৌলের শিক্ষানুসারে, প্রকৃত স্বাধীনতা হল, খ্রীস্টেতে নতুন জীবনের স্বাধীনতা, যার অর্থ আমরা আর পাপের ক্রীতদাস নই। এই প্রকৃত স্বাধীনতা, খ্রীস্ট নতুন সৃষ্টি হওয়ার সমতুল্য।

মনুষ্যতত্ত্ব অধ্যয়নে এর আগে আমরা দেখেছি যে, খ্রীস্ট বিশ্বাসী নিজেকে এমনভাবে দেখবে যে, যদিও নিখুঁত নয়, কিন্তু একটি নতুনীকৃত ব্যক্তিত্ব। যা ক্রমশ নতুনীকৃত হয়ে চলেছে। তাই তাকে আমরা খাঁটিভাবে নতুন, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ নতুন না বলে *(genuinely new though not yet totally new)* বর্ণনা করতে পারি। খ্রীস্ট বিশ্বাসীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে ও এই একই কথা প্রযোজ্য। যতকাল সে এই পার্থিব জীবনের অধিকারী, খাঁটিভাবে স্বাধীন, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। খ্রীস্ট বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের পরিত্রাণ কাজের ফলস্বরূপ, খ্রীস্ট বিশ্বাসী এখন প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী, কিন্তু এই স্বাধীনতা এখনও সম্পূর্ণ নয়। একদিন — দেহের পুনরুত্থানের পর — খ্রীস্ট বিশ্বাসী নিখুঁতভাবে ও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হবে।

এর থেকে বলা যায় যে, খ্রীস্ট বিশ্বাসী এখন যে স্বাধীনতার অধিকারী, তার অপব্যবহার হতে পারে। গালাতীয় ৫:১৩ পদে পৌল এই ধরনের অপচয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাসীদের সতর্ক করে বলেছেন, "*হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার জন্য আহূত হয়েছ; কেবল দেখ, সেই স্বাধীনতাকে মাংসের পক্ষে সুযোগ কোরো না, বরং প্রেমের দ্বারা একজন অন্যের দাস হও।*" পিতরও একই ধরনের সতর্কবাণী করেছেন, "*নিজেদের স্বাধীন জান; আর স্বাধীনতাকে দুষ্টতার আবরণ কোরো না*" (১পিতর ২:১৬)। প্রকৃত স্বাধীনতা মানে *licence* নয়; আমাদের যা ইচ্ছা তাই করবার অনুমতিপত্র নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা হল, "*নিজেদের ঈশ্বরের দাস জ্ঞান করে জীবনযাপন করা*" (১পিতর ২:১৬ খ)।

যদিও ঈশ্বরই তাঁর উদ্ধারকর্মের দ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করেন, কিন্তু সেই স্বাধীনতার অনুশীলনের সঙ্গে মানুষের দায়িত্ব জড়িত। আমরা যন্ত্রমানব *(Robot)* নই বা *Computer* দ্বারা পরিচালিত *machine* নই; আমাদের ব্যক্তি হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্ট বিষয় হিসাবে আমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে আমরা কেবল পছন্দ করতে পারি তা নয়, কিন্তু পছন্দের জন্য আমরা দায়িত্বশীলও বটে।

তাহলে আমরা শিখলাম যে, মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে হলে, তাকে বিশ্বাসে খ্রীস্টের প্রতি ফিরতে হবে। যদিও তারা পবিত্র আত্মার সক্ষমতার শক্তি ছাড়া খ্রীস্টের কাছে ফিরতে পারে না, তবুও তাদের ফিরতে হবে। কারণ যখন সুসমাচার প্রচারিত হয়, তা মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলে। পৌল নিজেকে ও অন্যান্য প্রেরিতদের বর্ণনা করতে গিয়ে এমন কথা বলেছেন, "*অতএব, খ্রীস্টের পক্ষেই আমরা রাজদূতের কাজ করছি; ঈশ্বর যেন আমাদের দ্বারা নিবেদন করছেন; আমরা খ্রীস্টের পক্ষে এই বিনতি করছি, তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হও*" (২করিন্থীয় ৫:২০)। অর্থাৎ বাইবেল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের উপর জোর দিলেও, সুসমাচারের আবেদনের প্রতি মানুষের ব্যক্তিগত উত্তরকে খাটো করে না। একইভাবে, স্বর্গীয় মনোনয়নও কোনওভাবে মানুষের পছন্দকে বাতিল করে না। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্ট ব্যক্তি হিসাবেই পাপ থেকে উদ্ধার করেন।

আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার ক্রমশ অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের দায়িত্বশীলতাও একইভাবে জড়িত। একথা সত্যি যে, ঈশ্বরই পবিত্রতার দ্বারা আমাদের শুদ্ধিকরণের কাজ সাধন করেন, তথাপি আমাদেরকে পাপের মলিনতা থেকে পরিষ্কৃত হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। ২করিন্থীয় ৭:১ পদে আমাদের বলা হয়েছে, "*অতএব প্রিয়তমেরা এইসকল প্রতিজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে, এস আমরা মাংসের ও আত্মার সমস্ত মালিন্য থেকে নিজেদের শুচি করি, ঈশ্বর-ভয়ে পবিত্রতা সিদ্ধ করি।*" অবশ্যই, ঈশ্বরই আমাদের জীবনে চূড়ান্ত নিখুঁততা আনয়ন করেন; তবুও এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে, এটা হল আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন প্রগতিশীলভাবে "*ঈশ্বর-ভয়ে পবিত্রতা সিদ্ধ করি।*" একথা অনস্বীকার্য যে, ঈশ্বর আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন, কিন্তু আমরা স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে জীবনযাপন করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি: "*স্বাধীনতার নিমিত্তই খ্রীস্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন; অতএব তোমরা স্থির থাক, এবং দাসত্ব-যোঁয়ালিতে আর বদ্ধ হোয়ো না*" (গালাতীয় ৫:১)। আমরা ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া স্বাধীন স্ত্রী বা পুরুষ হয়ে জীবনযাপন করতে পারি না; কিন্তু তবু আমাদের তা করতে বলা হয়েছে। তাই, আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল একটি উপহার নয়, কর্মভারও বটে।

Calvin প্রকৃত স্বাধীনতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে এর ৩টি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন — (১) আমাদের পরিত্রাণ অর্জন করতে ঈশ্বরের বিধান পালন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে স্বাধীনতা। (২) কৃতজ্ঞতার হৃদয় থেকে, স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের বিধান পালন করার স্বাধীনতা। (৩) বাহ্যিক বিভিন্ন বিষয় থেকে স্বাধীনতা, যেগুলি গতানুগতিকতার নামান্তর *(Inst. III. 19.1-9)*। ক্যালভিনের এই বর্ণনায় যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে, তা হল — প্রথম ও তৃতীয় দিকগুলি হল, কোনও বিষয় **থেকে** স্বাধীনতা; কিন্তু দ্বিতীয় দিকটি হল অন্য কোনও বিষয়ের **প্রতি** স্বাধীনতা।

(১) প্রকৃত স্বাধীনতা হল, পরিত্রাণ অর্জনার্থে ঈশ্বরের বিধান পালন করার আবশ্যিকতা থেকে স্বাধীনতা। গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের মূল বিষয় হল এই স্বাধীনতা। যে সমস্ত মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে পৌল এই পত্র লিখেছিলেন, সেগুলিতে স্পষ্টতঃ কিছু *Judaizer*-রা পরিদর্শন করেছিল। এই সমস্ত **ইহুদিকরণের সমর্থকরা** *(Judaizer)* যে বিষয়ের উপর জোর

দিত, তা হল পরিত্রাণ পেতে হলে খ্রীস্টে বিশ্বাসের পাশাপাশি একজনকে ত্বকচ্ছেদপ্রাপ্ত হতে হবে এবং ইহুদি অন্যান্য বিধান পালন করতে হবে। পৌল তাদের বিরোধিতা করে বলেন যে, ঈশ্বরের বিধান পালন করার দ্বারা কেউ পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে না; কারণ কেউই নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের বিধান পালন করতে পারে না। আমরা খ্রীস্টের মাধ্যমে ধার্মিক গণিত হই, যিনি আমাদের পক্ষে বিধান পালন করেছেন।

> "*আমরা . . . বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্যহেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়, সেইজন্য আমরাও যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্যহেতু নয়, কিন্তু খ্রীস্টে বিশ্বাসহেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্যহেতু কোনও মানুষ ধার্মিক গণিত হইবে না*" (গালাতীয় ২:১৫-১৬)।

আমরা রোমীয় ৩:২৮ পদে পৌলের স্মরণীয় বাণীও স্মরণ করতে পারি, "*কেননা আমাদের মীমাংসা এই যে, ব্যবস্থার কার্য ব্যতিরেকে বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়।*"

বস্তুত, এই শিক্ষা হল সুসমাচারের কেন্দ্রবিন্দু। এর দ্বারা আমরা প্রাথমিক স্বাধীনতা লাভ করি: পরিত্রাণের উপায় হিসাবে বিধানের প্রতি আইনানুগ ক্রীতদাসত্ব থেকে স্বাধীনতা। এই শিক্ষা খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যতাকে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে। খ্রীস্টধর্ম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ধর্মই শিক্ষা দেয় যে, আমরা যা করি বা আমরা যে কষ্ট স্বীকার করি, তার দ্বারাই আমরা উদ্ধার পাই [বিভিন্ন ভ্রান্ত শিক্ষাও এই কথা বলে, যেমন — মরমন বা যিহোবার সাক্ষী]। কেবল খ্রীস্টধর্ম এর বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয় যে, খ্রীস্টের নিখুঁত বাধ্যতায় বিশ্বাসের দ্বারা আমরা উদ্ধারলাভ করি।

(২) **প্রকৃত স্বাধীনতা হল, বাহ্যিক বিভিন্ন গতানুগতিক বিষয় থেকে স্বাধীনতা।** এখানে গতানুগতিক বিষয়ের দ্বারা আমরা সেই সমস্ত বিষয়কে নির্দেশ করি, যেগুলি নিজেরা পাপপূর্ণ বিষয় নয়, যেহেতু ঈশ্বর ঐগুলি আদেশও করেন না — নিষেধও করেন না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা চিন্তা করতে পারি, সাজগোজ করা বা গয়না-গাটি পরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলি পাপ কাজ হতে পারে, কিন্তু এগুলি নিজেরা পাপপূর্ণ নয়। কিন্তু অনেক সময় কিছু কিছু মণ্ডলী এই সমস্ত বিষয়ে নিয়ম তৈরি করতে পারে এবং তাদের সদস্যদের এগুলিকে "সহভাগিতার প্রমাণ" বা "প্রকৃত খ্রীস্ট বিশ্বাসের পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন" হিসাবে পালন করতে বাধ্য করে।

এ বিষয়ে *Calvin*-এর মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ — খ্রীস্ট বিশ্বাসীর স্বাধীনতার তৃতীয় অংশটি হল: এমন বাহ্যিক বিষয়সমূহ, যেগুলি নিজেরা গতানুগতিক; যেগুলি পালন করতে বা যেগুলি থেকে দূরে থাকতে ঈশ্বরের সম্মুখে আমরা কোনও ধর্মীয় বিধির দ্বারা দায়বদ্ধ নই *(Inst. III. 19.7)*।

আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন দানকে ব্যবহার করব, তিনি যে উদ্দেশ্যে সেগুলিকে দান করেছেন তা পূর্ণ করার জন্য; যাতে আমাদের বিবেকে কোনও প্রকার সঙ্কোচ না থাকে বা আমাদের মনে কোনও দ্বিধা না থাকে। এই দৃঢ় প্রত্যয়ের দ্বারা তাঁর সঙ্গে আমাদের মন শান্তিতে থাকবে, এবং আমাদের প্রতি তাঁর উদারতা স্বীকৃত হবে *(Inst. III. 19.8)*।

অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয়ে *Calvin* আমাদের খ্রীস্টিয় স্বাধীনতা ব্যবহার করতে বলেছেন, আমরা যেন ঈশ্বরের এই দানকে ধন্যবাদের সঙ্গে ব্যবহার করি। অবশ্য, এই সমস্ত "গতানুগতিক বিষয়ের" ব্যবহার যদি আমাদের ভাই বা বোনদের কাছে ব্যাঘাত বা বিঘ্ন উপস্থিত করে, তবে তাদের ব্যবহার থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। ১করিন্থীয় ১০:২৩ পদ [সকলই বিধেয়, কিন্তু সকলই যে গাঁথিয়া তোলে, তা নয়] উল্লেখ করে *Calvin* বলেছেন, "এর থেকে আর সহজতর কোনও নিয়ম নেই যে: আমরা আমাদের স্বাধীনতা ব্যবহার করব যদি তা আমাদের প্রতিবেশীদের গেঁথে তোলে, কিন্তু তা যদি আমাদের প্রতিবেশীদের সাহায্য না করে, তাহলে আমাদের তা পরিহার করতে হবে।" *[Inst. III. 19.12]*

এখানে আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হই, তা হল, **বৈধতাবাদ** সমস্যা *(problem of legalism)*। "বৈধতা" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এর একটি অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে: তা হল সেই দাবি, যা বলে যে, আমরা ঈশ্বরের বিধান পালনের দ্বারা আমরা আমাদের পরিত্রাণ অর্জন করতে পারি। আমরা একটু আগে দেখেছি যে, পৌল এই দাবিকে কত শক্তভাবে খণ্ডন করেছেন — কারণ এই দাবি সুসমাচারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাকে অস্বীকার করে। কিন্তু মণ্ডলী যদিও পৌলের শিক্ষা তথা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকীকরণ মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে, তারাও অন্য এক ধরনের বৈধতাবাদকে প্রশ্রয় দিতে পারে: মণ্ডলীর সদস্যদের কিছু আচরণ থেকে দূরে থাকতে দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করা, যেগুলিকে দোষের বিষয় বলে গণ্য করা হলেও প্রকৃতপক্ষে "গতানুগতিক বিষয়।"

এখন কোন কোন আচরণ বা অনুশীলনকে "নিষিদ্ধ বিষয়" বলে চিহ্নিত করা হবে — এই প্রশ্নের উত্তর বৈচিত্রপূর্ণ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন *Evangelical Church*-এ, বিশেষ করে যেগুলি মৌলবাদের *(fundamentalism)* পক্ষে, তারা ধূমপান, মদ্যপান, চলচ্চিত্র, নৃত্য এবং তাস খেলার বিরুদ্ধে নিয়ম তৈরি করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন মণ্ডলীগুলি অবশ্য, "যার সদস্যরা নির্দ্বিধায় মদ্যপান ও ধূমপান করে থাকে, তারা খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের *jeans* কাপড় পরা বা *chewing gum* চেবানোর কথা শুনলে সম্মানের প্রশ্নে পিছনে হাঁটে।"

এই ধরনের বৈধতাবাদের *(legalism)* সঙ্গে যে বিপদ জড়িত, তা হল, এই সমস্ত "গতানুগতিক বিষয়গুলি" থেকে দূরে থাকাকে খ্রীস্ট বিশ্বাসীর অত্যাবশ্যক চিহ্ন বলে মনে করা হয়। এইভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর বেশি জোর দেওয়া হবে এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে কম জোর দেবার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমরা যখন এমন আচরণ করি, তখন আমরা ফরিসীদের অনুরূপ হয়ে পড়ি। যাদের সম্বন্ধে যীশু বলেছিলেন, "*তোমরা পোদিনা, মৌরি ও জিরার দশমাংশ দিয়া থাক; আর ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিশ্বাস — ন্যায়বিচার, দয়া ও বিশ্বাস — পরিত্যাগ করিয়াছ*" (মথি ২৩:২৩)।

এই ধরনের বৈধতাবাদের *(legalism)* মধ্যে আরও একটি বিপদ হল, এর দ্বারা মণ্ডলী বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ হয়। যখন আমরা বলি যে, ধূমপান বন্ধ না করলে বা বিশেষ ধরনের পোষাক পরিধান না করলে আপনি প্রকৃত খ্রীস্ট বিশ্বাসী নন। এমন কথার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসার ধন থেকে মানুষদের দূরবর্তী করি। মিশনক্ষেত্রের জন্যও এই একই সত্য প্রযোজ্য। আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাস কখনও কোনও দেশ বা জাতির কয়েকটি সংস্কৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের উচিত আমরা যেন ক্রমাগতভাবে স্বাধীনতায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, যে স্বাধীনতার জন্য খ্রীস্ট আমাদের মুক্ত/উদ্ধার করেছেন।

(৩) প্রকৃত স্বাধীনতা হল তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসাবে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের বিধান পালন করার স্বাধীনতা। আমাদের যদি ঈশ্বরের বিধান পালনের দ্বারা পরিত্রাণ অর্জন করতে হত, এই কাজে সামান্য ব্যর্থতা আমাদের উপর বিধানের অভিশাপ নিয়ে আসত। তাহলে, আমরা সর্বদা ব্যর্থতা, শাস্তি ও অনন্ত বিনষ্ঠতার ভয়ে জীবনযাপন করতাম। কিন্তু যখন আমরা জানি যে, পরিত্রাণ অর্জন করার জন্য আমাদের বিধান পালন করতে হবে না, আমাদের ভয় দূর হয়ে যায় এবং আমরা আনন্দের সঙ্গে ও সুখীভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে প্রস্তুত হই। তখন আমরা ভয়ের দ্বারা বাধ্য হয়ে বিধান পালন করা নয়, কিন্তু কৃতজ্ঞতায় তা পালন করতে উদ্বুদ্ধ হই। কারণ আমরা যা পাবার যোগ্য নই, তিনি তাঁর করুণায় তা আমাদের দান করেছেন। এটিও খ্রীস্টিয় স্বাধীনতার একটি দিক — কোনও বিষয় **থেকে** কেবল স্বাধীনতা নয়, কিন্তু কিছুর **জন্য** স্বাধীনতা।

এর দ্বারা ঈশ্বরের বিধান আমাদের প্রতি "কৃতজ্ঞতার নিয়মে" *(a rule of gratitude)* পরিণত হয়। এ বিষয়ে *Heidelberg* প্রশ্নোত্তর এমন কথা বলে, "আমরা আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের বিধান *(Law)* পালন করতে চাই, যেন আমাদের সম্পূর্ণ জীবনে আমরা প্রদর্শন করতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ; তাই তিনি আমাদের মাধ্যমে গৌরবান্বিত হন" *[Heidelberg Catechism, Ans 86]*। এখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করি তাঁর দাস হিসাবে নয়, কিন্তু তাঁর পুত্র-কন্যা হিসাবে। *Calvin* তাই লিখেছেন —

> যারা বিধানের যোঁয়ালিতে আবদ্ধ, তারা প্রতিদিন তাদের প্রভুর দেওয়া কর্মভার পালনকারী দাসদের ন্যায়। এই সমস্ত দাসরা মনে করে যে তারা কিছুই করেনি, এবং তাদের কাজ সম্পূর্ণভাবে পালন না করতে পারলে তারা তাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত হতে ভয় পায়। কিন্তু সন্তানদের প্রতি পিতার ব্যবহার অন্যপ্রকার — তাই সেই সন্তানরা তাদের কাজ সম্পূর্ণ করতে না পারলেও, বা অর্ধেক সমাপ্ত হলেও, এমনকী ত্রূটিযুক্ত হলেও, তা নিয়ে তাদের পিতার কাছে উপস্থিত হতে ইতঃস্তত করে না। কারণ তারা জানে যে, তাদের বাধ্যতা ও ইতিবাচক মনোভাবকে তাদের পিতা গ্রহণ করেন *[Inst. III. 19.5]*।

এখানে *Calvin* যে বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন তা হল, আমাদের যে বাধ্যতা নিখুঁত নয়, ঈশ্বর গ্রহণ করবেন। কারণ, আমাদের সমস্ত উত্তম কাজের মধ্যেও যে খাদ মিশ্রিত আছে, তা তিনি ক্ষমা করে থাকেন। এটিও প্রকৃত স্বাধীনতার একটি দিক: পুত্র বা কন্যা হিসাবে আস্থার সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করার স্বাধীনতা — দাসের ন্যায় ভয়ের সঙ্গে নয়। পৌল তাই রোমের খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের বলেছেন, "*তোমরা দাসত্বের আত্মা পাওনি যে, আবার ভয় করবে; কিন্তু দত্তক পুত্রতার আত্মা পেয়েছ*" (রোমীয় ৮:১৫)।

প্রকৃত স্বাধীনতা তাই বিধানের বিরোধিতা নয়। স্বাধীনতা ও বিধানকে একে-অন্যের বিপরীত বিষয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু একথা কখনও সত্য নয়। এমনকী প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন বিষয়েও আমরা দেখতে পাই যে, সীমাবদ্ধতাকে *(limitation)* বাদ দিয়ে কোনও স্বাধীনতা হয় না। একটা মাছের সাঁতার কাটার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই স্বাধীনতা সে যতক্ষণ জলের মধ্যে থাকে, কেবল ততক্ষণই উপভোগ করে। একজন বেহালাবাদক তার বেহালায় মন-মাতানো সুর বাজাতে পারে, যদি সে কীভাবে বেহালা বাজাতে হয়, তা জানে। আমরা সবাই "স্বাধীন সমাজের" উপকারের কথা বলে থাকি, কিন্তু সেই সমাজে যদি সীমাহীন [দেওয়ানী আইন, অপরাধ সংক্রান্ত আইন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আইন ইত্যাদি] স্বাধীনতা থাকে, তাহলে তা নৈরাজ্যকে জন্ম দেবে।

পরিত্রাণের ইতিহাসের পৃথিবীতেও একথা সত্য যে, সীমাবদ্ধতাকে বাদ দিয়ে কখনও স্বাধীনতা হয় না। প্রকৃত স্বাধীনতা, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বিধান আনন্দের সঙ্গে পালনের দ্বারাই উপভোগ সম্ভব। যখন আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঈশ্বরের বিধান পালন করি, তা আমাদের উপর কোনও নতুন দাসত্ব আনে না, কিন্তু আমাদেরকে ধনী, সম্পূর্ণ এবং সুখী জীবনে পরিচালিত করে — যখন আমরা নিজেদের ঈশ্বরের ইচ্ছার কেন্দ্রে রাখতে চেষ্টা করি। এই কারণেই পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসী প্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করত (গীত ১:২)। এবং প্রভুর অনুশাসন সম্বন্ধে এমন কথা বলতে পেরেছিল, "*তা স্বর্ণ ও প্রচুর কাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, মধু ও মৌচাকের রস থেকেও সুস্বাদু*" (গীত ১৯:১০)। এই একই কারণে নতুন নিয়মে যাকোব বলেছেন, "*স্বাধীনতা দানকারী ব্যবস্থা*" (১:২৫; ২:১২) অথবা "*আমাদের স্বাধীনকারী ব্যবস্থা*" (১: ২৫)।

এর থেকে আরও বলা যায় যে, প্রকৃত স্বাধীনতা সেবা বা পরিচর্যার বিরোধিতা করে না। সাধারণত আমরা স্বাধীনতা ও পরিচর্যাকে একে-অন্যের বিপরীত বলে মনে করি। আমরা এমন কথা বলি যে, যদি কেউ অন্যের সেবা করে, তবে সে স্বাধীন নয়। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে একথা সত্য নয়। রোমীয় ৬ অধ্যায়ে আমরা পাই যে, এক ধরনের সেবা আছে, যা হল দাসত্ব — পাপের সেবা। কিন্তু এখন সেই দাসত্ব থেকে উদ্ধার পেয়ে, আমরা এক নতুন ধরনের সেবাকাজে প্রবেশ করেছি: আমরা ধার্মিকতার (১৮ পদ) এবং ঈশ্বরের (২২ পদ) দাস হয়েছি। এখন আমরা আনন্দের সঙ্গে তাঁর জন্য জীবনযাপন করি, "যাঁর সেবা হল নিখুঁত স্বাধীনতা।"

আবার, প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ কেবল ঈশ্বর-সেবা নয়; এর অর্থ অন্যদেরও সেবা। পৌল নিজের সম্বন্ধে ও অন্যান্য প্রেরিতদের সম্বন্ধে এমন কথা বলেছেন, "*আমরা নিজেদের নয়, কিন্তু খ্রীস্ট যীশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং নিজেদের যীশুর নিমিত্ত তোমাদের দাস বলে দেখাচ্ছি*" (২করি ৪:৫)। একই কথা পৌল *paradoxically* ১করি ৯:১৯ পদে উল্লেখ করেছেন, "*কারণ সকলের অনধীন হলেও আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার করলাম, যেন বেশি লোককে লাভ করতে পারি।*" যদিও পৌল ছিলেন স্বাধীন ব্যক্তি, তথাপি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পৌল সকলের দাস হয়েছিলেন, যেন যত বেশি সংখ্যক মানুষকে যীশুর কাছে আনতে পারেন। এই ধরনের সেবা হল, খ্রীস্টিয় স্বাধীনতার আরও একটি দিক। এ হল আমাদের প্রভুর আদর্শকে অনুকরণের ফল, যিনি তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, "*কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে পরিচারকের মতো আছি*" (লুক ২২:২৭)। *Martyn Luther* খুব পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন —

একজন খ্রীস্ট বিশ্বাসী নিখুঁতভাবে সকলের স্বাধীন প্রভু, সে কারও অধীন নয়। একজন খ্রীস্ট বিশ্বাসী নিখুঁতভাবে সকলের কর্তব্যপরায়ণ দাস, সকলের অধীন *[Three Treatises, p. 277]*। এই প্রকৃত স্বাধীনতাকে অন্য পথেও প্রকাশ করা যেতে পারে: প্রকৃত স্বাধীনতা হল ভালোবাসার স্বাধীনতা *(freedom to love)*। *Heinrich Sehlier* বলেছেন, সুসমাচারে যীশু খ্রীস্টের আত্মায় স্বাধীনতা আমাদের কাছে কীভাবে উপস্থিত হয়েছে . . . ? এই স্বাধীনতা কীভাবে আমাদের মধ্যে আকার গ্রহণ করে? এর নিষ্পত্তিমূলক উত্তর হল — ভালোবাসায়। পৃথকীকৃত হওয়ার দ্বারা নয়, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে জীবনের দ্বারা খ্রীস্ট বিশ্বাসী এই স্বাধীনতা লাভ করে।

যেহেতু, প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ ঈশ্বরের বিধানের আনন্দ সহকারে পালন এবং প্রেমই ব্যবস্থার পূর্ণতা (রোমীয় ১৩:১০) । এই স্বাধীনতা ঈশ্বরের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি ভালোবাসার দ্বারা প্রকাশিত হয়। কার্যের ফল হিসাবে, প্রকৃত স্বাধীনতা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির নবীকরণের সঙ্গে সমতুল্য। আমরা যত বেশি এই স্বাধীনতা অনুশীলন করি, আমাদের সেই স্বাধীনতা স্বয়ং ঈশ্বরের সদৃশ হবে, কারণ ঈশ্বর প্রেম।

নিখুঁতীকৃত প্রকৃত স্বাধীনতা

কেবল আগামী জীবনে আমাদের স্বাধীনতা নিখুঁতীকৃত হবে। তখন আমাদের অবস্থা এমন হবে, যাকে বর্ণনা করতে গিয়ে আগষ্টিন এমন কথা বলেছেন, "পাপ করতে অক্ষম" *(not able to sin)*। দেহের পুনরুত্থানের পর আমরা আমাদের পাপের দ্বারা বা আমাদের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার *(imperfection)* দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনে ও প্রতিবেশীদের ভালোবাসতে আর কখনও বাধাপ্রাপ্ত হব না। বর্তমান পার্থিব জীবনে আমরা যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করি, যেমন অসুস্থতা, দুর্বলতা, বা মৃত্যু (১ম করিন্থিয় ১৫.৪৪; প্রকাশিত বাক্য ২১.৪) আগামী জীবনে আমরা তাদের দ্বারাও বাধাপ্রাপ্ত হব না। তখন আমরা আমাদের ***"আত্মিক দেহ"*** লাভ করব— যা সম্পূর্ণভাবে এবং একচেটিয়াভাবে পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হবে (১ম করিন্থিয় ১৫.৪৪)। তখন, অবশেষে, আমরা ***সম্পূর্ণ*** স্বাধীন হব।

এই স্বাধীনতা কেবল আনন্দ উপভোগের বিষয় হবে না, কিন্তু এর মধ্যে থাকবে উৎসর্গীকৃত সেবা বা আরাধনা: নতুন পৃথিবীতে ***"তাঁর (ঈশ্বরের) দাস-দাসীরা তাঁর আরাধনা করবে"*** (প্রকাশিত বাক্য ২২.৩)। প্রকাশিত বাক্যের অন্য স্থানে যোহন বলেছেন যে, প্রতাপান্বিত বিশ্বাসীরা ***"ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে; এবং তারা দিনরাত তাঁহার মন্দিরে তাঁহার আরাধনা করে"*** (প্রকাশিত বাক্য ৭.১৫)। কিন্তু সেই সেবা বা আরাধনা নিখুঁত ও চূড়ান্ত স্বাধীনতাও হবে— এ সেই স্বাধীনতা, যা লাভ করার জন্য সমগ্র সৃষ্টি আকাঙ্খা করছে:

> ***কারণ সৃষ্টি অসারতার বশীভূত হল, স্বেচ্ছায় যে হল, তা নয়, কিন্তু বশীকর্তার নিমিত্ত; এই প্রত্যাশায় হল যে, সৃষ্টি নিজে ক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাবে।*** (রোমীয় ৮.২০-২১)

তাই সবশেষে, মানুষের ভবিষ্যৎ এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ এক জায়গায় মিলিত হবে। নতুন পৃথিবীতে সৃষ্টির সমগ্র বিষয় পাপের সমস্ত পরিণাম থেকে ও অভিশাপের সমস্ত অবশিষ্টাংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে ও অনন্তকালের জন্য স্বাধীন/মুক্ত হবে। তখন সৃষ্টি ঈশ্বরের সমস্ত সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে সেই মহৎ স্বাধীনতা বণ্টন *(share)* করবে, যা তাদের নিজেদের অধিকার হবে!

আর সেই বিদ্যুৎ সঞ্চারিত মুহূর্তে পরিত্রাণ বা উদ্ধারকার্যের লক্ষ্য অর্জিত হবে। কারণ, সেই মুহূর্ত থেকে পাপমুক্ত সম্পূর্ণ সৃষ্টি এবং প্রতাপান্বিত সম্পূর্ণ মানব জগৎ স্বর্গদূতদের সঙ্গে, নিরন্তর তাঁর আরাধনা ও প্রশংসা করবে, যিনি সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট, এবং সেই মেষশাবক যিনি তাঁর নিজের রক্তের দ্বারা সকল বিষয় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করেছেন। কারণ, ***পুত্র যখন আমাদের স্বাধীন করবেন, তখন আমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হব*** (যোহন ৮.৩৬)।

Bibliography

Hoekema, Anthony A. *Created in God's Image.* Grand Rapids : Eerdmans, 1986.

Berkhof, Louis. *Systematic Theology.* Rev. and enl. ed. Grand Rapids : Eerdmans, 1941

. *Manual of Christian Doctrine.* Grand Rapids : Eerdmans, 1933.

Berkouwer, G. C. Man: *The Image of God.* Trans. Dirk W. Jellema. Grand Rapids : Eerdmans, 1962.

Hodge, Charles. *Systematic Theology*. Grand Rapids : Eerdmans, 1940.

Hodge, A. A. *Outlines of Theology*. Edinburgh : The Banner of Truth, 1983.

Grudem, Wayne. *Systematic Theology : an introduction to Biblical Doctrine*. Leicester : IVP, 1994